স্বর্গদুয়ার–এবার দিল্লী চলো

-বিপ্লব

দিল্লীর বিস্ফোরনের খবরাটা যখন এলো, আমি রিডলী স্কটের "Kingdom of Heaven" দেখছিলাম। গল্পটা চতুর্থ বালডিইন এবং সালাদিনের সময়ের -ক্রুসেডের ঘনঘটা। সিনেমার মূল বক্তব্য অবশ্য সেকেলে- জেরুজালেম স্বর্গরাজ্য নয়। স্বর্গরাজ্য তৈরী হয় মানুষের উন্নত নৈতিকতায়-সেটাই সালাদিনের বিরুদ্ধে জেরুজালেমের আত্মরক্ষার যুদ্ধে প্রমান করে নায়ক, বিখ্যাত বীর ব্যালিয়ান। ঈশ্বরে বিশ্বাস হারনো এক ফরাসী কামার। ঈশ্বরের সন্ধানে আসা খ্রীষ্টান ক্রুসেডাররা ক্রমশই বুঝতে পারে, এই ক্রুসেড আসলেই জমি সম্পদ দখলের যুদ্ধ।

জেরুজালেমে আসার আগে এরাই গলা ফাটাত, বিধর্মীকে মারা পাপ নয়। পুণ্য। বিধর্মীকে মারাই হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর আসল পথ। জেরুজালেমে মুসলীম কোতল করা মানে, স্বনামে স্বর্গের আরামকেদারাটা রিজার্ভ হয়ে থাকবে ! সালাদিনের ইসলামিক আর্মিতেও একই ভাব। জেরুজালেমে খৃষ্টান রক্তনদী বইয়ে দিতে পারলেই, আল্লার কাজ সম্পূর্ন হয়। শহীদ হলে স্বর্গলাভ-হুরীদের সুরসুরি। যদিও বালডিইন বা সালাদিন ছিলেন বিচক্ষন শাসক। আল্লার চেয়ে, নিজের বুদ্ধির উপর ভরসা রাখতেন বেশী।

যাইহোক দ্বিতীয় ক্রসেডের পর হাজার বছর হয়ে গেল। পৃথিবীর বারোশো মিলিয়ন মুসলমানদের মধ্যে এখনো অধিকাংশই মানসিকতাতে ক্রসেডের যুগেই বসবাস করেন। শুধু যোগ হয়েছে আরেকটি মুখোশ-সেটা আধুনিকতার। ভদ্রসমাজে উনারা ঘোষনা করেন, ইসলামিক জিহাদ আসলেই কোরানের অপব্যখ্যা। যদিও এই মিথ্যা চ্যালেঞ্জ করলে, ইঁদুরের মতন এরা পালিয়ে যায়। কোরানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাফেরদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ছরিয়ে আছে, তার সপক্ষের প্রমান অনেক। বিপক্ষে কয়েকটি ঝরাপাতা। দিল্লীতে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সেই হিন্দুরা, দ্বিচারিতায় তাদের সমকক্ষ। হিন্দু শিক্ষিতসমাজ নিজেদের প্রগতিশীল বলে মনে করে, আবার যৌতুকের টাকাটাও গুনে নেয়। কম হলে বৌ পোড়ায়। হিন্দুরা কাপুরুষ, তাই তাদের বীরত্ব মেয়েদের পুড়িয়ে। মুসলমানরা সামান্য কম কাপুরুষ- এদের আনন্দ নিরীহ লোকেদের গণহত্যা করে।

যাদের এখনো চক্ষুলজ্জা নেই, এবং নিজেদের 'ভদ্র' বিধায় নিরীহ হিন্দু বা মুসলমান বলে মনে করে, তারা ভাবছেন ইয়ার্কি হচ্ছে? কজন মুসলীম সন্ত্রাসবাদী ? কজন হিন্দু বৌ পোড়ায়?

কথাটা আপাত দৃষ্টিতে সত্য। সত্যিইতো কজন আর দোষী। কিন্তু সত্যি কি তাই?

আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের সমস্যা নিয়ে একটু ভেবে দেখি, এই সব ভদ্রলোকেরা,

যারা সন্ত্রাসবাদ থেকে কোরানকে আড়াল করতে চান, তাদের যুক্তি মানা যায় কি না।

(১) এই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা আসলেই বিপ্লবী-কাশ্মীর থেকে চেচেনিয়া, সর্বত্র ই মুসলমানরা অত্যাচারিত। তাই এই সন্ত্রাসবাদ আসলেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

সত্যিই কি তাই?

- ৯/১১ এর সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে কজনের দেশ পরাধীন? কেও কি কাশ্মিরী, বা চেচেন বা বসনিয়ান? সবাইতো ইউরোপে ভালো পড়াশোনা করছিল। তাদের পরিবারের উপর আমেরিকা অত্যচার করেনি। কেও দখল করেনি তাদের দেশ।

তাহলে আমেরিকার উপর এদের এতো রাগ কেন? সমস্যা কোথায়? আসলেই অস্তিত্ববাদের সমস্যা। ইসলাম বাদ দিয়ে এরা নিজেদের অস্তিত্ব ভাবতে পারে না। এতেব, ইসলামের সমালোচনা বা মুসলীমদের উপর অত্যাচার নিজের ওপর অত্যাচার বলে ভাবে। যেমন কোরানের সমালোচনা করলে, ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা সেটা ব্যক্তিগত আক্রমন বলে মনে করে। ধর্ম সেটাই সেখায়।

কেন এমন হয়?

মানুষ খেতে পাক আর না পাক, তার জীবনের উদ্দেশ্য কি সেটা যদি সে না জানে, তার বাঁচার ইচ্ছাটা হারিয়ে যায়। যে প্রতিনিয়ত জীবনসংগ্রাম করছে, তার কাছে গ্রাসাচ্ছদন এবং সন্তানদের খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর যৌন চাহিদা এবং ক্ষুদা মিটে গেলে? সেক্ষেত্রে ধর্ম গ্রন্থ পড়ে মানুষ শেখে, এই নশ্বরজীবন আসলে শেষ উদ্দেশ্য নয়। আসল মজা বেহস্তে বা স্বর্গে। সেখানে সুন্দরীদের রসকলায় অনন্ত যৌনসুখ হাসিল করায় জীবনের উদ্দেশ্য। সেই জন্য আল্লাকে সন্তুষ্ট করা দরকার।

আমাদের জৈবিক অস্তিত্ব আছে। যেখান থেকে মা, বোনদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা মজ্জাগত। অপত্যস্নেহও সহজাত-বিবর্তন সঞ্জাত।

কিন্তু যখন মানুষ তাঁর অস্তিত্ব বা উদ্দেশ্য ধর্মে খোঁজে, এই নশ্বর জীবন হয়ে যায় পুতুল জীবন। তখন শরীয়ার নারীনির্যাতন যে, তারই মা বোনের উপর অত্যাচার, সেটা চোখে পড়ে না। অর্থাৎ নিজের জৈবিকসত্ত্বা লোপ পায়। একাত্তরে জামাত যতই তার মা বোনেদের ধর্ষন করে থাকুক, জামাতের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করতে পারে না। কারণ সেটা তার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের সে বিপ্লবী সাজাতে যায়।

আসলে আমাদের সবার জীবনে অনেকগুলো অস্তিত্ব আছে। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে, আমরা সবাই কখনো পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী বা ইঞ্জিনিয়ার। এইসব পরিচয় তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর হতে থাকে, যতবেশী কেও নিজেকে আল্লার সৈনিক ভাবতে থাকে। তার জৈবিক (পিতা বা পুত্র বা ভ্রাতা) এবং বৌদ্ধিক (ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি) সত্ত্বা লোপ পায়। ধর্মীয় অস্তিত্ববাদে একে বলে, ব্যক্তিসত্ত্বার অবসান। গীতা এবং কোরান উভয়ই দাবী করে, কৃষ্ণ/আল্লার প্রিয়পাত্র হতে গেলে, নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা নির্মূল করতে হবে। এটার ধর্মীয় পরিভাষা হচ্ছে অহং বিসর্জন।

ব্যক্তিসত্ত্বা বিধায় আত্মসত্ত্বা নির্মুল হলে, মানুষ খুন করা বা গনহত্যা খুবই সোজা কাজ। যে নিজের প্রাণ বা মানবজীবন অকিঞ্চিৎকর ভাবে, সে অন্যর জীবনকেও পুতুলজীবন ভাবে। এই জগৎ সংসারকে মনে করে পুতুলখেলাঘর। সেখানেই কি শেষ? গীতা এবং কোরান অধার্মিকদের খুন করে স্বর্গের দরজাটা চওড়া করে খুলে দেওয়ার লোভ দেখায়। নরহত্যার মতন ঘৃণ্য কাজে মিলে যায় বেহস্তে যাওয়ার সহজ চাবিকাঠি!

অর্থাৎ কোরানমাফিক ধার্মিক হতে গিয়ে, সত্যিকারের ইসলামিক হতে গিয়ে, নিজের অজান্তেই এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়ে ওঠে সন্ত্রাসবাদী। কথাটা গীতার ক্ষেত্রেও সত্য। তবে নেহেরুর কল্যানে, গীতার উপর শুধুই ধুলোর স্তর বেড়ে উঠেছে। স্যাঁতসেঁতে ঠাকুর ঘরের পুজাবেদীর ওটা এখন শোভা পায়। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার চলটা সবচেয়ে বেশী। তাই আল্লার পারসেন্টেজ খাবার লোকেদের সংখ্যাটাও বেশী। এরাই ধার্মিক হতে গিয়ে, সন্ত্রাসবাদী বনে যায়। কোরান বর্ণিত ধর্মিক মুসলমান হতে গেলে সন্ত্রাসবাদী না হয়ে উপায় নেই। রামমোহন হিন্দুটোল শিক্ষা না তুলে দিলে সেখানেও হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের চাষ হত।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা নিশ্চয় ভাবছেন, লোকটা কি ভাবে এই কথা বলে? কোরানে আত্মত্যাগ, সততা এবং নৈতিকতার যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তার থেকে কি করে সন্ত্রাসবাদী তৈরী হয়?

কথাটাই যুক্তি আছে, চিন্তা নেই।

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা চোর ডাকাত গুন্ডা বদমাস নয়। অসৎ বা নারী ধর্ষনকারী এমন প্রমান নেই। বরং ইসলামের জন্য নিঃশ্বার্থ আত্মত্যাগের অনেক প্রমান আছে। নৈতিকতার দৃস্টিভঙ্গীতে এরা অনেকটাই এগিয়ে।

১৯০৫-১৯১৪। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীদের যুগ। গীতাভক্ত হিন্দুবিপ্লবীদের স্বর্নযুগে, কলকাতার পুলিশকর্তা স্যান্ডার্স, ইংল্যান্ডে বিপ্লবীদের চরিত্রের উপর রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। ভাষাটা ছিল- যদি নৈতিকতাই মানুষের মানদন্ড হয়, মানতেই হবে ইনারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোত্রের মানুষ।

এরপরে আর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না, কোরানের বিশুদ্ধ শিক্ষাই,

সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ। শিক্ষাটা অসম্পুর্ন বা ভাসাভাসা থাকলে, এদের মানবিক সত্ত্বা লোপ পেত না।

(২) সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে আমেরিকার তেলের লোভ এবং মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিরুদ্ধে ইসলামিক প্রতিবাদ। আমেরিকার যুদ্ধাস্ত্র কোম্পানীর শত্রু দরকার হয়। নইলে মুনাফা হয় না। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ আমেরিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সৃষ্টি।

আমেরিকার বিরুদ্ধে, মুসলমানদের অভিযোগ অনেকঃ

(ক) *মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা তেলের দখল নিতে চায়। তাই সে মধ্যপ্রাচ্যে গনতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরেছে। এই সন্ত্রাসবাদ আসলেই গনতন্ত্রের জন্য প্রতিবাদ।*

আমেরিকা তেলের জাতীয়করন পছন্দ করে না। এটা হচ্ছে আসল কথা। কারণ সে ব্যবসাদার। মুসলমানদের তারা পছন্দ, অপছন্দ বা ঘৃণা করে, এসব কোন কথাই নয়।

ল্যাটিন আমেরিকাতে তেলের জন্য আমেরিকা আরো অনেক বেশী নাক গলিয়েছে। সেখানে কম্যুনিউস্টরা গনপ্রতিরোধ গড়েছে। বিশ্বজুরে বোমাবাজি করে নি। সেখান থেকে চে গুয়েভেরার মতন বিপ্লবী বেড়িয়েছে। যিনি জীবন এবং যৌবন দিয়ে, বিশ্বমানবের শোষন মুক্তি দেখতেন। ওসামা বিন লাদেনের মতন আল্লার সন্ত্রাসবাদীরা নাচানাচি করে নি।

আর গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়ার জন্য শুধু আমেরিকাকে দোষ দিয়ে কি হবে?

কোরানটাইতো আল্লার রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র। ইরানে যে ইসলামিক গনতন্ত্র চলে, সেটাতো আসলেই মোল্লাতন্ত্র। নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা শুন্য, সবটাই ভরং। আসল ক্ষমতা মোল্লাদের হাতে। কোনো দেশ একই সাথে কোরানতান্ত্রিক এবং গনতান্ত্রিক হতে পারে না।

(খ) *আমেরিকার অন্ধ ইসরায়েল নীতিঃ*

মধ্যপ্রাচ্যের কোন আরবদেশকে আমেরিকা বিশ্বাস করতে পারে?

তুরস্ক ইউরোপে। মিশর একসময় , ভারতের মতন রাশিয়ার বন্ধু ছিল। যাই হোক উভয়দেশ একমাত্র ধর্মনিরেপেক্ষ। তাই আমেরিকা তাদের বিশ্বাস করতে পারে। আমেরিকার সাথে এদের সম্পর্ক ভালো। বাকী আরব দেশগুলি সব ধর্মান্ধ। তাদের কি করে বিশ্বাস করা সম্ভব?

পালেস্টাইন নিধনে আমেরিকা মদত দেয়, এটাও গল্প। প্যালেস্টাইনে, বিশেষত গাজায় যে ঘন বসতি, (প্রতি বর্গমাইলে কয়েকশো হাজার, বিশ্বের অন্যতম জন বহুল এলাকা), সেখানে শিল্প এবং অর্থনীতির অভাবে বেকার যুবকরা ফিদাইন সন্ত্রাসবাদী হতে বাধ্য। বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার ক্ষোভকে যেমন ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃনায় চালান করা হয়, পালেস্টাইনেও তেমন তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশার ক্ষোভকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ঘৃনায় রূপান্তরিত করা হয়। হিংসা এবং রাগ, খুব সহজে প্রচার করা সম্ভব। কারণ তা পাশবিক। একটা সভ্য সমাজ গড়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক কঠিন কাজ। সেটাই অধিকাংশ ধর্মান্ধ মুসলমানরা করতে চায় না। উলটে আমেরিকা, ভারত , ইসরায়েল ইত্যাদি শত্রু নির্ধারণ করে, সভ্যতার সংকট ডেকে আনে। সেই ইসলামিক আস্তিত্বের সংকট। শত্রু না থাকলে, ইসলামের অস্তিত্ব টেকে না।

আত্মরক্ষার খাতিরে প্রত্যেক দেশকেই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়। এর মধ্যে ইসরায়েল একেই ছোট দেশ, তারপর হাজার হাজার বছর মার খেয়ে ইহুদিরা চরিত্রগত দিকদিয়ে ভীষন কঠিন। এই দাঁতে দাঁত চাপা চারিত্রিক কাঠান্যর জন্য, ইহুদিরা মরুভুমিতে সোনা ফলাচ্ছে। আর তেলের সোনা পেয়েও, আরবের মুসলমানরা ভিখারী! ইসলামের অনেক উন্নত গুনাবলীর একটি উদাহরন।

১৯৬৭ সালে ছয়দিনের যুদ্ধে, সমগ্র আরব বিশ্ব যখন ইহুদি রক্ত পান করতে চেয়েছিল, ইসলামের এই মানবিকতার বুলি কোথায় ছিল? মহম্মদ মদিনাতে যে ইহুদি গনহত্যা করেছিলেন, তার প্রতিবাদ কটা মুসলিম করে? ইহুদীদের সমগ্র আরববিশ্ব কোন মানবিকতা দেখায় নি। ইসরায়েলের জন্মলগ্ন থেকে, দেশটাকে সাফাই করার চেষ্টায় আছে। ইসরায়েল নরম হবে কি ভাবে? নরম হলে, আরবী মুসলমানরা ভাবে সেটা দুর্বলতা। গরম দেখালে, তবে চুপ করে। বনে বাস করতে গেলে, বন্য না হয়ে উপায় কি?

আমি এইজন্যই বলেছিলাম প্যালেস্টাইন যদি গান্ধীর পথে অহিংস আন্দোলনে নামত, পালেস্টাইনে ভূমিপুত্রদের সংগ্রামে অমুসলিমরাও সামিল হত। সেটা হবার নয়। অস্ত্রচোরাচালানকারী আরাফত, অস্ত্রবিহীন অহিংস সত্যাগ্রহ করবে কি করে? তার ব্যবসার ক্ষতি হত যে!

আপনারাই বলুন আমরা কি ভাবে প্যালেস্টাইন ফিদাইনদের সমর্থন করতে পারি? এই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের চোটে স্বভূমে আমাদের নাভিশ্বাস উঠছে। তাদের দাবী কত ইতিহাসসম্মত সেটা কি বাকী অমুসলীম পৃথিবী দেখতে যাবে? বিশেষত, যখন ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, তাদের নিজেদেরই আত্মরক্ষা করতে হবে!

এইজন্যই, স্বাধীনতার যুদ্ধে, মহম্মদকে ছেরে আমি গান্ধীর স্বরণ নিতে বলেছিলাম। গান্ধী বুঝেছিলেন এই উন্নত মারণাস্ত্রের যুগে, অস্ত্রধরে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দিন শেষ। যারা পাশ্চাত্যে বহুদিন আছেন, তারা খুব ভালো করেই জানেন, অধিকাংশ অল্পশিক্ষিত আমেরিকান (যাদের সংখ্যাটা অনেক বেশী) মনে

করে, আমেরিকা পৃথিবীকে সভ্য করার দ্বায়িত্ব নিয়েছে! একে বলে নৈতিকতার বা আবেগপ্রবন সাম্রাজ্যবাদ।

গান্ধীর সময়ে, বৃটিশরাও এই ভাবনায় পরিচালিত হত। গান্ধী এটা বুঝেছিলেন। এইজন্য গান্ধীর অহিংস আন্দলোন, আসলেই, প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্যের নৈতিকতার যুদ্ধ। অহিংস সত্যাগ্রহের মাধ্যমে গান্ধী, গোটা বিশ্বকে দেখিয়েছিলেন, আমরা সভ্যতা এবং নৈতিকতার মানদন্ডে তোমাদের চেয়ে এগিয়ে। ফলে বৃটিশ মিডিয়া এবং জনগণের প্রবল সমর্থন ছিল গান্ধীর পক্ষে। গান্ধী যখনই বৃটেনে কোন সভা সমিতিতে ভাষন দিয়েছেন, তাতে লোক উপচে পড়েছে। যদিও রাজানুগ্রহ গান্ধী পান নি। কিন্তু বৃটিশ আমজনতার মন তিনি জয় করেছিলেন।

এটা প্যালেস্টাইনেও হতে পারত। এবং সন্ত্রাসবাদী বিদ্বেশের চাপা আগুনে, প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার দাবী চাপা পড়ত না। মহম্মদের পথে সমাধান খুঁজলে, শুধু রক্তই ঝরবে! বিশ্বমানসে প্যালেস্টাইন বিদ্বেশ ক্রমবর্ধমান।

(গ) *আমেরিকার কোরপরেট টাকা ঢেলে ইসলামিক সন্ত্রাসী তৈরী করছে!*

এটা একটু ভাবা দরকার। আমেরিকার যুদ্ধাস্ত্র কোম্পানীগুলির যুদ্ধ দরকার। নইলে কোম্পানী উঠে যাবে। যুদ্ধ করা বা যুদ্ধংদেহী আবহ সৃস্টি করার মতন একটা লবি রিপাবলিকানদের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তার মানে কি এই যে, তারা সন্ত্রাসবাদীদের টাকা দিচ্ছে? সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য? সেটা কি হতে পারে?

এই ষড়যন্ত্রতত্ত্ব,আমেরিকার স্বাধীন রেডিওগুলিতে (যেমন KPFK,NPR) অহরহ প্রচারিত হচ্ছে। সবটাই গল্প, পেছনে কাল্পনিক যুক্তি আছে, তথ্য বা প্রমান নাই।

আসল খেলাটা অন্য। আরবের টাকায় ইসলামিক সন্ত্রাস চলে সেটা আমরা সবাই জানি। এক্ষেত্রে আমেরিকার ভূমিকাটা দেখুন। মাদ্রাসার বিরুদ্ধে সে চেঁচাল বটে, কিন্তু বন্ধ হল কটা? আমেরিকার অধিকাংশ মসজিদে, আমেরিকাবিরোধী ইসলামিস্ট যুবকরা তৈরী হচ্ছে। উলটে আরবের টাকায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মিডল ইস্ট স্টাডির নামে, ইসলামিক স্টাডি খোলা হচ্ছে। এদেরকেই আমেরিকা আটকাতে পারছে না, তো সৌদি আরবকে আটকাবে কি করে?

এদেরকে আটকানোর ক্ষমতা কি আমেরিকার নেই? আছে। সবটাই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর গল্প।

আমেরিকার এই যুদ্ধলবি জানে অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্ধ। নির্বোধ। কোরান যতদিন থাকবে মুসলীম সন্ত্রাসবাদীরাও ততদিন থাকবে। তাই দুয়েকটা ইসলামিস্টকে আটকে, দেখাচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কত লড়াই হচ্ছে। আর, খোদ আমেরিকাতে কোরানের প্রচারে বিধায় সন্ত্রাসবাদের প্রচারে আরো

পেট্রোডলার আসছে। ইসলামিক স্টাডির নামে।

এই দ্বিচারিতা কতদিন চলে সেটাই দেখি।

(ঘ)আমেরিকা চালনা করে ইহুদি লবি!

আমেরিকায় কয়েক জন ইহুদি সেনেটর এবং কংগ্রেসম্যান আছেন বটে, তবে তারা অধিকাংশই ধার্মিক নন। খৃস্টানদের ভোটে তাহলে তাদের জিতে আসতে হত না! এরা জন্ম সূত্রে ইহুদি মাত্র।

আমেরিকায় লবি করে ক্যাপিটল হিলের লবিস্ট কোম্পানীগুলি। যাদের কাজ, সেনেটরদের রাজনৈতিক ফান্ডে টাকা ঢেলে, ক্লায়েন্টদের কাজ হাসিল করা। এই যে বি পি ও র ফলে এতো আমেরিকান চাকরী হারাচ্ছে। তাও আউটসোর্সিং এর বিরুদ্ধে কোন বিল এলো না। কেন?

ভারতের ন্যাসকম (আই টি প্রযুক্তির রাজনৈতিক সংগঠন), প্রতি বছর প্রায় একশো মিলিয়ান ডলার কোন এক বিখ্যাত লবিস্ট কোম্পানীকে দিয়ে থাকে। এরা সেনেটর এবং কংগ্রেসম্যানদের নির্বাচন তহবিলে টাকা দিয়ে , ভারতের আই টি শিল্পের স্বার্থ রক্ষা করে।

আমেরিকার রাজনীতিতে, মুসলীম প্রেম বা বিদ্বেশ, ইহুদি লবি, সবটাই বাজে কথা। এখানে শেষকথা একটাই। ব্যবসা। লবি করাটাও এখানে ব্যবসা।

(ঙ)আমেরিকার সেনেট বা কংগ্রেসম্যানরা মুসলীম বিরোধী, খৃস্টানপ্রেমীঃ

তাই যদি হত, সার্বিয়ার খৃষ্টানদের হাতে কচুকাটা হতে থাকা, বসনিয়ান মুসলমানদের বাঁচাতে, আমেরিকা সার্বিয়া আক্রমন করত না। সার্বিয়ার খৃস্টান লবি ভেবেছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ খৃস্টানদের দেশ আমেরিকা, তাদের উপর আক্রমন করবে না। তাদের ইচ্ছা পূরন হয় নি এবং আমেরিকা কিন্তু এখানে মানবিকতার পক্ষে, ইসলামের পক্ষেই লড়েছে।

কোন ইসলামিক মিডিয়া বলে না, আমেরিকা বসনিয়াতে ইসলামকে বাঁচিয়েছে। কোন মুসলীমদেশ বাঁচাতে আসে নি কিন্তু।

উলটো দিকে একটাও মুসলমান দেশ পেলাম না, যারা সুদানের দার্ফুরে ইসলামিস্টদের গনহত্যার বিরোধিতা করল। ওই যে বললাম ইসলামিক অস্তিত্বের সংকট।

এরাই যখন আমেরিকার অমানবিক কাজকর্মের বিরোধিতা করতে যায়, এদেরকে

বিশুদ্ধ ভন্ড বদমাইশ বলে মনে হয়।

(৩) মুস্টিমেয় কয়েক হাজার সন্ত্রাসীদের জন্য, বাকী মুসলমানদের দোষ দেওয়া ঠিক নয়ঃ

বাংলাদেশের উদাহরন দিয়ে শুরু করি। ধরা যাক সব মিলিয়ে লাখ খানেক সন্ত্রাসী আছে। বারো কোটির দেশে সে আর ক জন? তাহলে বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হতে চলেছে, সেটা কি ঠিক?

এখানে অস্তিত্ববাদের আলোকে ইতিহাস পড়া প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রতিটা দেশেই সন্ত্রাসবাদীরা শুরুতে থাকে হাতে গোনা।

আমি কিউবার ইতিহাস দিয়ে শুরু করি। ইরান দিয়েও দেখাতে পারতাম। যদিও বিশ্বে এই উদাহরন ভুরি ভুরি।

১৯৫৩সালের ২৬শে জুলাই মাত্র ১৩০ জন গেরিলা নিয়ে, বাতুস্ততা সরকার আক্রমন করেন ফিদেল ক্যাস্ত্রো। কিউবার কয়েক মিলিয়ন লোকের মধ্যে সংখ্যাটা সামান্যই।

কিন্তু কিউবার অত্যাচারিত দরিদ্র জনগণের সমর্থন তার পেছনে ছিল। তাদের ক্ষোভের উত্তাল ঢেওয়ে, ১৩০ জনের গেরিলা দলই, কিউবার ক্ষমতা দখল করে বসল ১৯৫৯ সালে। তখন তাদের দলে লাখো, লাখো মানুষ। নৈতিক সমর্থনের অস্তিত্ববাদ বড়ই সাংঘাতিক জিনিষ।

বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদের পেছনে দুটো কারণ। নিদারুন দারিদ্র। বন্যা আর মহামারী। রাজনীতিবিদরা যে সবাই ভন্ড সেটা জেনে গেছে। এমন অবস্থায় ফ্যাসিজম আসাই স্বাভাবিক। সেটা মাওবাদী পথেও হতে পারে। ইসলামিক জিহাদের রূপেও হতে পারে।

কিন্তু মাওবাদীরা জামাতের কাছে হেরে যাচ্ছে। কেন? সেখানেই অস্তিত্ববাদ আসছে। তার আগে একটা প্রশ্ন করা যাক। এই কয়েক হাজার ইসলামিস্ট যখন দেশের উপর স্টীমরোলার চালাবে, প্রতিবাদ করার জন্য মুস্টিমেয় লোক পাওয়া যাবে? কেন?

জামাতের বিরুদ্ধে যাওয়াটা হয়ে উঠবে ইসলামের বিরোধিতা। নিজের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অত্যাচার। আপন মুসলিম সত্ত্বার অধঃপতন। অর্থাৎ মাত্র কয়েক হাজার লোক নিয়ে, অধিকাংশ জনগণের ইসলামিক অস্তিত্ববাদের সংকটকে কাজে লাগিয়ে , ক্ষমতার অলিন্দে ঘুঘু চরাবে ইসলামিস্টরা।

ভারতে এভাবেই বেড়েছে হিন্দুত্ববাদীরা। নেহেরুর ধর্ম নিরেপেক্ষ শিক্ষায়, ভারত

তবু এদের প্রতিহত করতে পেরেছে। বাংলাদেশে মাদ্রাসার সংখ্যাটা বড্ড বেশী। তাই তালিবানী না হোক, অর্ধতালিবানী বাংলাদেশ সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

আসলে সন্ত্রাসবাদী বা গোবেচারা মুসলমান, উভয়ই, অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। কেও বেশী, কেও কম। কেও সুপ্ত উগ্রবাদী, কেও প্রকাশ্যে।

সেই জন্য ধার্মিকদের সাথে সন্ত্রাসবাদীদের আমি পার্থক্য করি না। একই মুদ্রার দুই পিঠ। মুদ্রার নাম, ধর্মীয় অস্তিত্ববাদ।

মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মের অসারতা বুঝতে পেরেছেন, তারাই প্রকৃত, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী। বাকীদের বিরোধিতা মুখোশ। মুখটা বেড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। আমার সৌভাগ্য, ছোটবেলা থেকে যে সব মুসলমানদের দেখেছি, তাদের অধিকাংশই, পাঁচওয়াক্ত মুসলিম নন। সবাই ইসলামের প্রকৃত রূপটা চিনতেন।

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষত শিক্ষিত শ্রেনীর মধ্যে ধার্মিক মুসলমান বিরল প্রজাতি। ধার্মিক গোঁড়া মুসলমান প্রথম দেখি, এই আমেরিকায় এসে!

যাইহোক ভারতে ইসলামিক সন্ত্রাস, ভারতীয় মুসলমানদের কাজ নয়। সবটাই পাকিস্থানের ভারাটে ইসলামিক গুন্ডাদের কাজ। এটা বড়ই সান্তনার জায়গা।

১০/২৭/০৫
ক্যালিফোর্নিয়া